উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও তথ্যকেন্দ্র নিবেদিত
৩৪০ পাতা শারদাঞ্জলি ৫০ টাকা
অপ্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র। ৪টি উপন্যাস। ২টি অণু উপন্যাস। ৪টি বড়োগল্প। একডজনেরও বেশি ছোটোগল্প। ৬টি বিশেষ রচনা। ৬টি ভ্রমণ। কবিতা, কমিকস প্রভৃতি। এখনই খোঁজ করুন নিউজ স্টলে
সেরা আকর্ষণ শতাধিক অণুগল্প

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ আশ্বিন ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 12 October 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে উত্তাল দিঘার সমুদ্র। –সংবাদচিত্র

বাংলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

তিতলির ঝাপটায় অন্ধ্র-ওডিশায় মৃত ৮

নিউজ ব্যুরো

১১ অক্টোবর ঃ ঘূর্ণিঝড় তিতলির ঝাপটায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকা। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ওডিশার গোপালপুরের। বৃহস্পতিবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঝড়ের গতিবেগ বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আতঙ্ক। এখনও পর্যন্ত ওডিশা ও অন্ধ্রে ঝড়ে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে গোপালপুরে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রপ্রদেশেও ঝড়ের তীব্রতা ছিল প্রায় একই। উপকূল এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তিন লক্ষের বেশি মানুষকে। তিতলির জেরে এদিন দুই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি কমে আসবে। তৈরি হবে গভীর নিম্নচাপ। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর।

তিতলির প্রভাবে উত্তরবঙ্গের আকাশও এদিন মেঘলা ছিল। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়। তার জেরে ডুয়ার্সের কিছু এলাকায় পুজোর আগে শেষ হাটে কেনাকাটা মার খায়। তবে, বৃষ্টির ফলে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পী ও পুজোর উদ্যোক্তারা। কিছু জায়গায় মৃৎশিল্পীরা প্লাস্টিক দিয়ে প্রতিমা ঢেকে রাখলেও তাঁদের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। পুজোর উদ্যোক্তারা বলছেন, মৃৎশিল্পীরা কোনোভাবে কাজ করলেও প্যান্ডেল বাঁধার কাজে খুবই অসুবিধা হবে এমন আবহাওয়া থাকলে। তাছাড়া প্রতিমা মণ্ডপে নিয়ে আসতেও সমস্যায় পড়তে হবে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অশান্ত সমুদ্র। দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর উপকূলে পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে মৎস্যজীবীদের উদ্দেশেও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে তিন জায়গাতেই। বেলা বাড়তেই শুরু হয় বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। কোচবিহারে কুমোরটুলি না থাকায় বাধ্য হয়েই শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায় রাস্তার পাশেই প্রতিমা গড়তে বাধ্য হন মৃৎশিল্পীরা। ফলে বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরাও। মৃৎশিল্পী বাদল পাল জানালেন, 'এ বছর পুজোর আগে ভালো আবহাওয়াই ছিল। এখন প্রতিমার কাজ শেষদিকে। বৃষ্টি হলে সমস্যায় পড়তে হবে আমাদের।' বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় হালকা বৃষ্টি হয়। এদিন সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহর, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম, মাদারিহাট ও কালচিনিতে আকাশ মেঘলা ছিল।

এদিন পশ্চিমবঙ্গের উপর ঝড়ের প্রভাব সেভাবে না পড়লেও কার্যত তছনছ করে দিয়েছে ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশকে। টেলিফোন ও বিদ্যুৎস্তম্ভের খুঁটি থেকে শুরু করে বাড়িঘর, গাছপালা অনেক কিছুরই ক্ষতি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। দুর্যোগের জন্য স্কুল–কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় গতকাল থেকেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ওডিশা ও অন্ধ্রে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে সাইক্লোন দুই ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পালাসো রেলস্টেশন ও বিজয়নগরম ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী প্রায় সব জেলায় কমবেশি ক্ষতি হয়েছে। এখানে সব জেলা প্রশাসনই রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। রাজ্যে তিতলির তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি চাক্ষুষ করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্রীকাকুলাম গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি কথা বলেন নাগরিকদের সঙ্গেও।

ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার

বহু ট্রেন বাতিল। বহু ট্রেনের সময়সূচি ও যাত্রাপথ পরিবর্তিত

অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষতিগ্রস্ত তিন জেলা শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম এবং বিশাখাপত্তনম

ওডিশায় ক্ষতিগ্রস্ত গঞ্জাম, গজপতি, পুরী, খুর্দা এবং জগৎসিংহপুর

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

তিতলির তাণ্ডবে শ্রীকাকুলামে দুটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হয় দুজনের। বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় সূর্য মণ্ডল নামে ৫৫ বছরের এক ব্যক্তির। ৬২ বছর বয়সি দ্বিতীয় ব্যক্তির মৃত্যু হয় গাছ চাপা পড়ে। ওডিশার গোপালপুরে একটি নৌকা ডুবে যায় পাঁচ মৎস্যজীবীকে নিয়ে। পরে উপকূল রক্ষীবাহিনীর তৎপরতায় পাঁচজনকেই উদ্ধার করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের স্পেশাল রিলিফ কমিশনার বিষ্ণুপদ শেঠি জানিয়েছেন, 'ঝড়ের জেরে জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নেওয়া হচ্ছে। যেসব জায়গায় গাছ পড়ে রাস্তা আটকে গিয়েছে, সেইসব সমস্যা আগে মেটানোর চেষ্টা করছি।' মুখ্যসচিব আদিত্যপ্রসাদ পয়োধি বলেন, দু–একটি জেলা ছাড়া রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতি বেশি হয়েছে উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশের তিন জেলা শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম ও বিশাখাপত্তনম এবং

এরপর নয়ের পাতায়

শতাধিক মৃৎশিল্পীর ঘুম কেড়েছে তিতলি

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ির শতাধিক মৃৎশিল্পীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আকাশের মুখ। এখন তাই মা দুর্গার মুখের দিকেই তাকিয়ে মৃৎশিল্পীরা। তিতলি ধেয়ে আসার খবরে তাঁরা বিচলিত। সন্ধের পর জলপাইগুড়ি শহরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় উদ্‌বেগের মাত্রা আরও বেড়েছে। বৃষ্টি বাড়লে সদ্য তৈরি প্রতিমা বাঁচাতে শিল্পীদের হিমসিম খেতে হবে। জলে যাবে এতদিনের পরিশ্রম, সব আয়োজন। জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীদের অধিকাংশই খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন। বৃষ্টি নামার আভাস পেতেই তাই বড়ো বড়ো প্লাস্টিক দিয়ে প্রতিমা ঢাকতে শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। তবে সবার কাছে প্রতিমা ঢাকার মতো পর্যাপ্ত প্লাস্টিকও নেই। চিন্তায় তাই দু–চোখের পাতা এক করার উপায় নেই মৃৎশিল্পীদের।

বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী গঙ্গারাম সূত্রধর জানান, দুই রাত্রি থেকে তাঁর ঘুম নেই। গত বছর বৃষ্টিতে পাঁচটি প্রতিমা নষ্ট হয়েছে। এবারও হাওয়া অফিসের যা খবর তাতে জানা যাচ্ছে, প্রকৃতি খুব একটা সদয় নয়। পুজোর আগে বৃষ্টি হবে। সন্ধেয় বৃষ্টি নামতেই সতর্কবার্তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার উপক্রম হল। গঙ্গারামবাবু বলেন, 'কোনোরকমে চারটি প্রতিমা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকেছি। জানি না রাতে প্রতিমার কী হাল হবে। সবকিছুই উপরওয়ালার ভরসা।' অরবিন্দনগরের মৃৎশিল্পী জীবন পাল জলপাইগুড়ি জেলায় পুজো কমিটিগুলির কাছে খুবই পরিচিত নাম। প্রতিমা তৈরির খ্যাতির জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থেকেও কয়েকটি পুজো কমিটি জীবনবাবুর কাছ থেকে প্রতিমা নেয়। তিনি জানান, তাঁর প্রতিমা তৈরির কারখানায় বেশি জায়গা নেই। তাই রাস্তার ধারেই প্রতিমা তৈরি করছেন। বৃষ্টি বাড়লে এখন তাই মহাবিপদ। দীর্ঘদিন ধরেই মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির কারখানার জন্য বড়ো জায়গার দাবি করছেন। তবে তাঁদের সেই দাবি অধরাই থেকেছে। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। ইতিমধ্যে পুজো চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় বিপদে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পী উত্তম পাল দীর্ঘদিন ধরে অরবিন্দনগরে প্রতিমা তৈরি করেন।

এরপর নয়ের পাতায়

একদিনে অদৃশ্য ৩ লক্ষ কোটি

ভারতের শেয়ার বাজারে পতন

মুম্বই, ১১ অক্টোবর ঃ মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার পতন যেমন অব্যাহত রয়েছে তেমনই শেয়ার বাজারের একই অবস্থা। বৃহস্পতিবার বাজার খোলার পর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০৩৭.৩৬ পয়েন্ট নেমে যায়। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স প্রায় ৭৫৯ পয়েন্ট নেমে যায়। তখন সেনসেক্স ছিল ৩৪০০১.১৫ পয়েন্টে। এর পাশাপাশি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি নেমে যায় ৩২১.৫ পয়েন্ট। বাজার বন্ধের সময় নিফটি এদিন ১০৩০০–র নীচে নেমে গিয়েছিল। এদিন শেষপর্যন্ত নিফটি ছিল ১০২৩৪.৬৫ পয়েন্টে। এদিন ডলার পিছু টাকার দাম ২৪ পয়সা কমে যায়। শেষপর্যন্ত ডলারের তুলনায় টাকার দাম ছিল ৭৪.৪৫। শুধু যে ভারতের বাজারের পতন হয়েছে তাই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এদিন টালমাটাল অবস্থা ছিল।

বাজার বিশেষজ্ঞ শুভদীপ নন্দী বলেছেন, 'গতকাল মার্কিন শেয়ার বাজারে পতন হয়েছিল। সেখানে বিশেষত লাক্সারি সেক্টর ও টেকনোলজি সেক্টরে পতন হয়। এছাড়া আমেরিকায় ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার ৩.২ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাজারে তার প্রভাব পড়ে। ২০০৮ সালের পরে আর কখনও মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার এত বেশি ছিল না।' শুভদীপবাবুর ব্যাখ্যা হল, সারা পৃথিবীর বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন। কারণ তাঁরা দেখেছেন এই বন্ডে বিনিয়োগ করলে তেমন কোনো ঝুঁকি নেই যত ঝুঁকি আছে শেয়ার বাজারে। অর্থাৎ বিনা ঝুঁকিতে যদি ৩.২ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায় তাহলে বিনিয়োগকারীরা সাধারণত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে চান না। বরং এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা বাজার থেকে টাকা তুলে মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন। তিনি বলেছেন, 'মার্কিন ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে বিক্রির পরিমাণও বেড়ে যায়, গতকাল যার প্রভাব দেখা গিয়েছে ইউরোপের শেয়ার বাজারেও। বৃহস্পতিবার সকালে এর ফলে এশিয়ার শেয়ার বাজারগুলোতে বিক্রির জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।' তিনি জানান, তাইওয়ান এক্সচেঞ্জ একসময় ৬ শতাংশের নীচে নেমে যায়। চিনের অন্তত ১০০০ প্রধান শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে। নিউজিল্যান্ডে একদিনেই যতটা পতন হয়েছে ২০০৮ সালের পরে আর কখনও তা হয়নি। আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভারতের বাজার সম্পর্কে শুভদীপ নন্দী বলেন, 'ভারতের বাজারে নিফটি খোলে ২০০ পয়েন্ট নীচে। আমাদের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করায় একসময় বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু পরে আবার বাজারে পতন আসে।' তাঁর ব্যাখ্যা হল, এখনও পর্যন্ত শেয়ার বাজারে পতনের কারণ ছিল প্রধানত অভ্যন্তরীণ। কিন্তু এদিন শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এদিন সেনসেক্সের পতন হয়েছে প্রায় ২.১৯ শতাংশ এবং নিফটির পতন হয়েছে প্রায় ২.১৬ শতাংশ। নিফটি এদিন ১০১৩৮.৬০ থেকে ১০৩৩৫.৯৫ পয়েন্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। শেয়ার বাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টররা প্রায় ১০৯৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ১৮৯৩ কোটি টাকার শেয়ার কেনে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারের পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ধীরাজ সিং বলেছেন, 'গত কয়েকদিনের প্রবণতা এদিনও অব্যাহত ছিল। মাঝে দু–একদিন বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও সাধারণভাবে পতনের প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে।' শুভদীপ নন্দীর মতো তিনিও বলেছেন, 'এর আগে পতনের পিছনে দেশীয় ঘটনাবলির প্রভাব ছিল। যেমন আইএল অ্যান্ড এফএস কেলেঙ্কারির প্রভাব পড়েছিল শেয়ার বাজারে। তেলের মূল্যবৃদ্ধির ভূমিকাও ছিল তাতে।

এরপর নয়ের পাতায়

বিশ্বের বাজারের প্রভাব এদেশে

সেনসেক্সের পতন ৭৫৯.৭৪ পয়েন্ট
নিফটির পতন ২২৫.৪৫ পয়েন্ট
পতনের পর টাকার মূল্য ৭৪.৪৫

খাদ্যসামগ্রীর মান যাচাইয়ে আধুনিক গোডাউন গড়ছে রাজ্য

জলপাইগুড়ি ১১ অক্টোবর ঃ খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই হবে কম্পিউটারে। জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়িতে এমনই অত্যাধুনিক গোডাউন তৈরি করতে চলছে রাজ্য খাদ্য দপ্তর। প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকমানের ওই গোডাউন তৈরি করা হবে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির প্রয়াস হলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার– এই তিন জেলাকে নিয়ে বৈঠকের পরে এই কথা জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি আরও জানিয়েছেন, জেলার চারটি রাইস মিলের কাছ থেকে এখনও প্রকিওরমেন্টের চাল পাওনা রয়েছে। আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ওই চাল দেওয়া না হলে সংশ্লিষ্ট রাইস মিল মালিকদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। তিন জেলাকে নিয়ে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য খাদ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, তিন জেলার খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন ব্লক আধিকারিক সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'খাদ্য দপ্তর র‍্যাশন ব্যবস্থার মধ্যে আরও বেশি করে মহিলাদের যুক্ত করার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে। যে কারণে জেলার চা বাগানগুলিতে মডেল ফেয়ার প্রাইস শপ তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৮৮টি চা বাগানের মধ্যে ৫৪টিতে মডেল ফেয়ার প্রাইস শপ তৈরি করা হয়েছে। বাকি ৩৪টি চা বাগানের জন্য নতুন করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দোকানগুলি চালানো হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে।' মন্ত্রী জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার জন্য বছরে মাসে ৬২৫০ মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন। সেই দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার জন্য বাইরে থেকে বেশি চালের প্রয়োজন হয় না।

তিনি বলেন, 'গোডাইনে তিনটি নজরদারি টিম থাকবে। চাল আসার পরে প্রথম নজরদারি করা হবে। এর পরে আরও দুবার নজরদারি চালানো হবে। সেখানে চালের গুণগত মান ছাড়াও চাল কতটা ভাঙা আছে, ময়েশ্চার কতটা আছে, চাল সাত মাস রাখা যাবে কিনা সমস্ত কিছু দেখা হবে। আর এই কাজগুলি করা হবে মেশিনের মাধ্যমে।'

প্রকিওরমেন্টের চাল ফেরত না দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'চারটি রাইস মিলের মালিকদের ডেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে চাল ফেরত দিতে বলা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এখনও ১৭০০ মেট্রিক টন চাল পাওয়া যাবে। তাঁরা ধান নেওয়ার পরে সেই ধান কী করেছেন তা জানতে চাওয়া হয়নি। তবে তাঁদের কাছ থেকে চাল বুঝে নেবে সরকার। কেবল তাই নয় যে চাল তাঁরা ফেরত দেবেন, তার গুণগত মান সঠিক থাকতে হবে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে চাল ফেরত না দিলে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযাগ করা হবে।'

রায় ও মার্টিন
COLOUR Plus
উত্তর বিচিত্রা
Class 5 to 9

হাতির পথ অবরোধে খুশি পর্যটকরা

লাটাগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শাবক সহ তিন হাতির পথ অবরোধে নাকাল হতে হল নিত্যযাত্রী তথা সাধারণ মানুষকে। তবে সকাল সকাল হাতের নাগালে হাতি দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার সকাল নটা নাগাদ তিন তিনটি হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে লাটাগুড়ি–চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে মহাকালধামের কাছে। এর জেরে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে।

গত কয়েক দিন ধরে গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনার ও জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছিল না ডুয়ার্সে আসা পর্যটকদের। বুধবার পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল একই। তবে এদিন আচমকাই তা বদলে যায়। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি–চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। বহু যাত্রী বোঝাই গাড়ি ও পর্যটক বোঝাই গাড়ি চলছিল জাতীয় সড়ক দিয়ে। হঠাৎই ওই পথে মহাকালধামের কাছে শাবক সহ তিনটে হাতি রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু–পাশে আটকে যায় বহু যানবাহন। জাতীয় সড়কের ওপর হাতি দলের অবরোধের খবর নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ভিড় জমে যায় পর্যটকদের। চোখের সামনে হাতি দেখতে পেয়ে অনেকেই ছবি তোলা শুরু করেন। কলকাতার যাদবপুরের রূপঙ্কর দে জানান, গত ৪ দিন ধরে ডুয়ার্সে রয়েছেন । টাকা খরচ জঙ্গল সাফারি ও গরুমারার নজরমিনারে গিয়েও কোনো বন্যপ্রাণী দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তবে এদিনের এই ঘটনা তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনভরে হাতির পাল দেখার পাশাপাশি দলটিকে ক্যামেরাবন্দিও করেছেন তাঁর মতো অসংখ্য পর্যটক। তবে পর্যটকরা খুশি হলেও বিরক্তি বাড়ছিল এই পথে চলাচলকারী নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। বহু গাড়ি আটকে পড়েছিল এই পথে। অনেকের জরুরি কাজও ছিল। হাতিদের অবরোধের জেরে তাঁরা নির্দিষ্ট সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি। অনেক গাড়ির চালক জাতীয় সড়ক থেকে হাতি সরাতে হর্নও বাজান। তবে কিছুতেই জঙ্গলে ঢোকানো যায়নি হাতি তিনটিকে। অবশেষে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। তারপর স্বাভাবিক হয় ওই পথে যান চলাচল।

এরপর নয়ের পাতায়

নজরকাড়া

শেষকথা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ঃ আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে এস–৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সই করেছে ভারত। চুক্তি সইয়ের ফলে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে দিল্লি পড়বে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর। নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বন্ধু ও সঙ্গী রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় ক্ষতি করবে না আমেরিকা।

▸▸ *পাঁচের পাতায়*

মোদিকে তির

নয়াদিল্লি ঃ রাফায়েল যুদ্ধবিমান চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। রাফায়েল দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর তদন্ত হওয়া উচিত।' বিজেপি অবশ্য রাহুলের অভিযোগকে পাত্তা দিতে রাজি নয়।

▸▸ *চারের পাতায়*

অনুদান মামলা

নয়াদিল্লি ঃ পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করলেন সমাজসেবী সৌরভ দত্ত ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধৃতিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের পক্ষে সওয়াল করবেন আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিক। শুক্রবার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ–এর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।

▸▸ *নয়ের পাতায়*

সৌদি দূতাবাসে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন দেশত্যাগী সাংবাদিক

রহিত বসু ● শিলিগুড়ি

১১ অক্টোবর ঃ ভেবেছিলাম পুজোর সময় শুধু ভালো ভালো কথাই লিখব। সকলে নাকি তেমনই চান। ভালো খবর, ভালো ছবি, শিউলি ফুল, ভালো রান্নার রেসিপি, সাজগোজ করার টিপস, কী খাবেন, কী পরবেন, কোথায় যাবেন, চূড়ান্ত অনিয়মের মধ্যে কীভাবে সুস্থ থাকবেন, এইসব নিয়েই নাকি শুধু পুজোর সময় লেখা উচিত। সবাই আমাকে বলেন, পুজোর সময় এমন কিছু লেখো যাতে মানুষের মন ভালো হয়ে যায়। দিনহাটায় শাসকের কোন্দল তো লেগেই থাকবে, সে পুজোর আগে হোক অথবা পরে। যে গোলমালে ভাগাভাগির গল্প আছে, সে গোলমাল থামার নয়। কিন্তু জামাল খাসোগির কাহিনিটা তার থেকে বেশি কিছু। ইস্তানবুলে সৌদি দূতাবাসের ভিতর থেকে এই সৌদি সাংবাদিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমেরিকার সঙ্গে সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক টালমাটাল হয়ে পড়েছে।

আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, পুজোর মুখে বাংলার বাজারে এ এমন কী খবর! আপনার এমন ভাবনায় কোনো অপরাধ নেই। কারণ, আপনি অনেক সাংবাদিককে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে দেখেছেন, নেতাদের তোয়াজ করে চলতে দেখেছেন। আপনি হয়তো রাষ্ট্রের কাছাকাছি থাকার জন্য সাংবাদিকদের হুড়োহুড়ি দেখেন, রাষ্ট্রের আশীর্বাদ এবং প্রসাদ পাওয়ার জন্য সাংবাদিকদের দুই সংগঠনের কামড়াকামড়ি দেখেন। আপনি শুনেছেন, পুজোর আগে সাংবাদিকরা লাইন দিয়ে নেতার কাছ থেকে গিফট নিচ্ছেন। কোনো সাংবাদিক এক সংবাদমাধ্যমে চাকরি করা সত্ত্বেও অন্য এক ব্যবসায়ীর স্বার্থে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে শাসকের এক নেতার পিছনে ঘোরেন। সেই সাংবাদিক এমন করেন, কারণ সেই ব্যবসায়ী তাঁকে এমন কাজের জন্য পয়সা দেন। এখন সবাই সব জানেন, কারণ এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কোনো কিছুই আর অজানা নয়। আপনি হয়তো তাই ধরেই নিয়েছেন, একজন সাংবাদিকের জীবন মানেই সমঝোতা। তাঁর কলম শৃঙ্খলিত, তাঁর কলম নেতাদের ইচ্ছার ছবি প্রতিফলিত করে। নেতারাও তাই ধরে নিয়েছেন, সাংবাদিক ফোন করলেই তাঁকে যা খুশি বলা যায়। প্রশংসা করলে ঠিক আছে, সাংবাদিক তখন প্রিয়পাত্র। সমালোচনা করলেই শত্রু। তাঁরা যেন ধরেই নিয়েছেন, সাংবাদিককে যখন কেনা যায়, তখন তাঁর সঙ্গে চাকরবাকরের মতো ব্যবহারও করা যায়। আমি অবশ্য বলি, এ এক সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। যে নেতা এমন করেন তাঁর সময় থাকতে জেনে নেওয়া উচিত, তিনি যা জানেন সেটাই জগতের শেষ জ্ঞান নয়। যেমন তাঁর জানা উচিত, জামাল খাসোগি সৌদি দূতাবাসের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন সংবাদমাধ্যম কতটা পাগলামো করছে এবং সেই পাগলামোর জেরে হোয়াইট হাউসের কতটা মাথা খারাপ হয়েছে।

জামাল খাসোগি।

কিন্তু কে এই জামাল খাসোগি? তিনি সৌদি আরবের নাগরিক, রাজপরিবারের সঙ্গে সংঘাতের কারণে আত্মনির্বাসনে রয়েছেন আমেরিকায়। সেখানকার প্রথম সারির সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টে কলাম লেখেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তুরস্কের বান্ধবী হাটিস সেনগিজের সঙ্গে। তো সেই কারণেই তাঁর গত সপ্তাহে ইস্তানবুলে সৌদি দূতাবাসে যাওয়া। গিয়েছিলেন বটে দুরুদুরু বুকে, বান্ধবীকে বলেছিলেন বাইরে অপেক্ষা করতে। হাটিসের তাতে কোনো আপত্তিই ছিল না। কেনই বা থাকবে? আর কয়েকদিন পরেই বিয়ে, সংসারের গোছগাছ শুরু হয়ে গিয়েছে, নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে মন তখন ফুরফুরে। জামাল এবং হাটিস ঠিক করে ফেলেছিলেন, তাঁরা ঘুরেফিরে ইস্তানবুল এবং ওয়াশিংটনে থাকবেন। আইন মেনে কাগজপত্র তৈরি করাতেই তাই জামালের সৌদি দূতাবাসে যাওয়া।

যখন দূতাবাসে ঢুকলেন তখন জামালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি। কারণ এর আগেরবার তিনি যখন দূতাবাসে এসেছিলেন তখন রিসেপশনে তাঁর জন্য ছিল হাশিখুশি অভ্যর্থনা, তাঁকে বলা হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাগজপত্র তৈরি হয়ে আসবে। ফলে দ্বিতীয়বার যখন জামাল সৌদি দূতাবাসে গেলেন, তখন তিনি কিছুটা নিশ্চিন্তই ছিলেন। বাইরে অপেক্ষা করতে করতে হাটিসেরও কোনো সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তিনঘণ্টা পার হওয়ার পরেও যখন জামাল দূতাবাস থেকে বেরোলেন না তখন স্বাভাবিকভাবেই হাটিস উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বন্ধুদের মেসেজ পাঠালেন, দূতাবাসের ভিতরে গিয়ে খোঁজ করলেন। সেখান থেকে যখন বলল জামাল তো অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন, তখন হাটিস বুঝে গেলেন, বড়ো কোনো গোলমাল ঘটে গিয়েছে। তখনই তিনি জামালের এক পুরোনো বন্ধু এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এরদোগান–এর এক উপদেষ্টাকে ফোন করলেন। ব্যস, ওই একটা ফোনেরই যেন অপেক্ষা ছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতি টালমাটাল হয়ে উঠল। তারপর থেকে তুরস্ক সরকার এবং সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন তথ্য এবং প্রমাণ জোগাড় করে হাত ধুয়ে সৌদি আরবের পিছনে এমনভাবে পড়ে গিয়েছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পর্যন্ত বলতে হচ্ছে, আমেরিকা এর শেষ দেখে ছাড়বে। ট্রাম্পের এমন কিছু বলা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ সে দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস তুর্কি সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, জামালকে সৌদি দূতাবাসের ভিতরেই হত্যা করে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। তুরস্ক সরকার আমেরিকাকে জানিয়েছে, সৌদি দূতাবাসের ভিতরে জামালের দেহ টুকরো টুকরো করে বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, নজিরবিহীন এমন এক ঘটনায় ভারতে যতটা হইচই হওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি। শুধু এদেশেই বা কেন, আমেরিকা এবং তুরস্ক ছাড়া আর কোনো দেশ খুব বেশি হইচই করছে না। সৌদির তেলের এমনই মহিমা। সাংবাদিকের জীবনের কী এমন দাম আছে, সাংবাদিক তো আসবে যাবে। কিন্তু তেল বড়ো মূল্যবান।